সকলের মনে এটাই জানার ইচ্ছা থাকে

যে বিনাশ কখন আর কিভাবে হবে ? তো এই ওপরে বাবার সকার আর অব্যক্ত মুরলির চিন্তন করে বিনাশের বিষয়ে বাবার দেওয়া নির্দেশ অনুসারে :-

১. বিনাশ তখন হবে যখন সকলের ভেতরে অনন্তের বৈরাগ্য বৃত্তি হবে |

২. বিনাশ কাল প্রত্যক্ষতার সময় হবে |

৩. বিনাশ কালে সকল সুখের সাধন কাজ করবে না | আর সাধন দুঃখের কারণ হবে |

৪. বিনাশের সময়ই হলো টু লেটের সময় (too late) |

৫. বিনাশের সময়ই হলো ধর্মরাজের পুরি |

৬. বিনাশের সময় পুরুশার্থ আর পড়া বন্দ হয়ে যাবে |

৭. বিনাশ সেই সময় হবে যখন সত্যযুগের সকল সিট্ ভরে যাবে কেবল ত্রেতার কিছু সিট্ বেচে থাকবে |

৮. বিনাশ কাল হবে সাক্ষাত্কারের সময় |

৯. বিনাশ কাল হলো ভয়ের বাতাবরণ |

১০. বিনাশ কাল হলো শিব বাবার প্রত্যাক্ষতার সময় প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাকে নিজের ভগবান শ্রীকার করবে |

১১. বিনাশ কালে বাবা ফাইনাল রেসাল্ট বের করবে যে কে কি হবে |

১২. বিনাশ কালে ৫ বিকারের অগ্নি অতীতে হবে |

১৩. শিব বাবা বিনাশের তারিখ বলবে কিন্তু তারাই ধরতে পারবে যাদের মন্নবুদ্ধির লাইন পরিষ্কার হবে |

১৪. বিনাশের অগ্নি আমরা সকল ব্রাহ্মনেদের সংগঠিত যোগ অগ্নির দ্বারা ভরবে |

১৫. বিনাশ তখন হবে যখন প্রত্যেকে দুঃখী হয়ে বলবে যে প্রভু এই দুনিয়ার বিনাশ করে দেও |

১৬. বিনাশ তখন হবে যখন সকলে এর থেকে নিশ্চিন্ত হবে |

১৭. বিনাশ হঠাত হবে |

১৮. বিনাশ প্রকৃতির ৫ তত্তের এক সাথে আর এটমিক বম্ব বা গৃহ যুদ্ধের দ্বারা হবে |

১৯. বিনাশ হলো এক পরিবর্তন |

২০. বিনাশ তখন হবে যখন পরম্ধামের থেকে সকল আত্মারা এই ধরিত্রীতে জন্ম নিয়ে নেবে|

২১. বিনাশের এই সময় আসার আগে নিজেকে সম্পূর্ণ বানিয়ে নিলে বা নিজেকে এভাররেডি বানিয়ে নিলে বা কর্মতীত অবস্থ্যাকে প্রাপ্ত করে নিলে পাস উইদ অনার হবে|

তাদেরকেই বিজয় মালার রত্ন বলা হবে| তারাই প্রথম জন্মে আসবে|

তাই জন্যই শিববাবা অনেককালের অভ্যাস (পুরুশার্থের) দিকে লক্ষ্য দেওয়াচ্ছে সেটাই জমা হবে|

~||এখন নয় তো কখনো নয়||~

ঔ * শান্তি